দৈনিক জনকণ্ঠ
তারিখ ... 14 APR 1995 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬ ...

দুর্নীতির মামলা

মাদ্রাসা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও উপ-রেজিস্ট্রারের জামিন লাভ

কোর্ট রিপোর্টার ঃ দুর্নীতির মামলায় বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান মোঃ আবদুস সালাম ও উপ-রেজিস্ট্রার সাঈদুর রহমান খান বুধবার আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন লাভ করেছেন।

সিএমএম সহিদ উদ্দিন আহমেদ প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকার মুচলেকায় অন্তর্বর্তীকালীন জামিন মঞ্জুর করেন। মামলার অপর আসামী বাংলাবাজারের হক পাবলিশার্সের মালিক মোঃ মাছউদুল হক এখনও পলাতক রয়েছে। দুর্নীতির অভিযোগে মহানগরীর লালবাগ থানায় এদের বিরুদ্ধে মামলাটি দায়ের করেন দুর্নীতি দমন ব্যুরোর পরিদর্শক মোঃ লুৎফর রহমান। যার নম্বর ১২(৪)৯৫।

মামলার বিবরণে জানা যায়, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ঢাকার কর্তৃপক্ষ বিগত '৯৩ সালের ১৬ মার্চ বোর্ডের অনুমোদিত ১৪টি বইয়ের মধ্যে ৬টি বইয়ের মুদ্রণ ও প্রকাশনার জন্য বাংলাবাজারের হক পাবলিশার্সের মালিক মোঃ মাছউদুল হককে কার্যাদেশ দেন। শর্তানুযায়ী ৬টি বইয়ের ৪৬ হাজার সংখ্যা মুদ্রণ ও প্রকাশনার জন্য হক পাবলিশার্সের মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষকে রয়েলটি বাবদ ১ লাখ ৬ হাজার ৭৪৯ টাকা প্রদান করার কথা। কিন্তু হক পাবলিশার্স দু' কিস্তিতে মাত্র ৩৩ হাজার ৭৪৬ টাকা প্রদান করে। পরবর্তীতে গত বছরের ৯ আগষ্ট এক আবেদনে বকেয়া ৭২ হাজার ৯৯৩ টাকা মওকুফের জন্য বোর্ডের চেয়ারম্যান বরাবর এক দরখাস্ত দেয়। যে আবেদনের ওপর মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের উপ-রেজিস্ট্রার সাঈদুর রহমান খান প্রাপ্য টাকা মওকুফের সুপারিশ করেন। বোর্ডের চেয়ারম্যান মোঃ আবদুস সালাম এই অবৈধ সুপারিশ অনুমোদন করেন বলে মামলার আরজিতে উল্লেখ করা হয়। এতে আসামীরা পরস্পর যোগসাজশে দুর্নীতির মাধ্যমে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের ৭২ হাজার ৯৯৩ টাকা আত্মসাত করেছেন বলে বাদী এজাহারে উল্লেখ করেন।

গত ১০ এপ্রিল দুর্নীতি দমন ব্যুরোর পক্ষ থেকে লালবাগ থানায় মামলাটি দায়ের করা হয়। বুধবার এ মামলার আসামী মোঃ আবদুস সালাম ও মোঃ সাঈদুর রহমান খান সিএমএম কোর্টে হাজির হয়ে আত্মসমর্পণপূর্বক জামিনের আবেদন জানান। আসামী পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন ইসলামী আইনজীবী সমিতির সভাপতি আলহাজ এবিএম নূরুল ইসলাম ও এ্যাডভোকেট মোঃ আমিনুল গণি টিটো। এছাড়া সরকার পক্ষে ছিলেন দুর্নীতি দমন ব্যুরোর ইন্সপেক্টর দীপক গুপ্ত।